পরলোকে কিশোর কুমার

বোম্বাই, ১৩ অক্টোবর— বিখ্যাত গায়ক, অভিনেতা, চলচ্চিত্র পরিচালক এবং প্রযোজক কিশোরকুমার আজ সন্ধ্যায় এখানে তাঁর বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। আটান্ন বছর বয়স্ক এই প্রতিভাবান গায়কের স্ত্রী লীনা চন্দ্রভারকর এবং দুই পুত্র বর্তমান। ছোটাসা ঘর হোগা বাদলোঁ কি ছায়োঁ মে, 'কিসমৎ কি বাত হায়', 'শাদি', ইত্যাদি স্বপ্নময় স্মৃতির গলিতে ফেরা বিখ্যাত গানের গায়ক কিশোরকুমারের মৃত্যুতে সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র জগতে শোকের ছায়া ঘনিয়ে পড়ে। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অজিত পাঁজা বলেন 'কিশোকুমার ছিলেন সামাজিক চেতনা সম্পন্ন এক গায়ক। তাঁর স্থান পূর্ণ হওয়া কঠিন।' হাজারো দর্শক শ্রোতার মন ভরানো গান গেয়ে যিনি সুধন্য সেই কিশোরকুমারের মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হন বোম্বাই ফিল্মজগতের বিখ্যাত ব্যক্তিরা যাঁদের মধ্যে ছিলেন, লতা মঙ্গেশকর, লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল, রাহুল দেববর্মন, বাপ্পি লাহিড়ি প্রমুখ। বোম্বাই সহ সারা ভারতের আর এক প্লেব্যাক সঙ্গীত তারকা আশা ভোঁসলে, হিন্দি ছবির বহু যুগলসঙ্গীতে যাঁর নাম রয়েছে কিশোরকুমারের সঙ্গে, তিনি মর্মাহত এই মৃত্যু সংবাদে। তিনি জানিয়েছেন 'এ মৃত্যু মর্মান্তিক এবং অকালমৃত্যু।' আশা ভোঁসলে বলেন, কিশোরকুমারের মৃত্যুতে হিন্দি ফিল্মের জগৎ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল এ জগতের হৃদয় ও আত্মা। গত রবিবারেই আশা কিশোরের সঙ্গে এক ম্যারাথন, সাত ঘণ্টা ব্যাপী রেকর্ডিং অধিবেশন শেষ করেন। তখনও কিশোর যথেষ্ট হাসিখুশি মাতোয়ারা সদাপ্রসন্ন মুডেই ছিলেন বলে আশা জানান। আশা তো প্রথমে এ খবর বিশ্বাসই করেননি। খবরটা তিনি প্রথমে শোনেন শোকার্ত কিশোর অনুরাগীরা যখন আশার গাড়ি থামায়। "ছোড় দো আঁচল জমানা ক্যা কহেগা" গানে এই সেদিনও যিনি কিশোরের সঙ্গে গান গেয়ে মাতিয়ে ছিলেন হাজার হাজার মানুষকে সেই আশা ভোঁসলে ওই অনুরাগীদের বলেন, দোহাই এসব খারাপ, মন খারাপ করা দুঃখের গুজব রটাবেন না।

বিখ্যাত ব্যারিস্টার কুঞ্জবিহারী গাঙ্গুলির সন্তান কিশোরকুমার জন্মেছিলেন মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়াতে। চল্লিশের দশকে বোম্বে টকিজ এর সেই সময়ে মুকদ্দর ছবিতে যাঁর গান শুনে গায়ক মান্না দে বলেছিলেন, "এক প্রতিভার জন্ম হল"। আজ আশির দশকের শেষাশেষি তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে শোকস্তব্ধ মান্না দে (যাঁর মতে কিশোর ছিলেন সব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদূষক) বলেন, "সেই প্রতিভাবান মানুষটি আর নেই।" মান্নাদে যখন এ কথা বলছিলেন, তখন টেলিভিশনে চলছিল কিশোরকুমারের গান। মান্না দে'র তখন চোখে জল।

কিশোরের সঙ্গে "ইয়ে দোস্তি হাম না ছোড়েঙ্গে" গাওয়া মান্না দে বলেন, বিশ্বাস করা কঠিন যে কিশোরকুমার আর নেই। প্রথমবার তাঁর গান শুনেই আমি অভিভূত হয়েছিলাম। আমি হারালাম আমার এক মস্তবড় বন্ধুকে। ফিল্মি দুনিয়া হারালো মস্ত বড় এক গায়ককে।" মান্না দে এবং কিশোরকুমারও অনেক গান গেয়েছিলেন একসঙ্গে।

কিশোরকুমারের বড় ভাই অশোককুমারই প্রথমে বোম্বাই ছবিতে ঢুকেছিলেন। অশোককুমারের নামডাকেই কিশোর প্রভাবান্বিত হলেন হিন্দি ছবিতে নামতে। ছোট ভাই অনুপকুমারের সঙ্গেই তাই হিন্দি ফিল্মের জগতে এলেন তিনি। তিন ভাই একসঙ্গে অভিনয় করলেন "চলতি কা নাম গাড়ি"—যা তাঁদের দুই ভাইয়ের কেরিয়ারের মূলে। অবশ্য আরও ভুলতে না পারার মতো ছবি আছে। যেমন "দূর গগন কি ছাঁও মে"। যেমন বাঙলা ছবি "লুকোচুরি"। গানে, অভিনয়ে কিশোর যেখানে অনন্য। 'এক পলকে একটু দেখা' বা 'সিং নেই তবু নাম তার সিংহ' ইত্যাদি গানে ভরা এই শেষোক্ত ছবিটির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

কিশোরের গানে ভরা ও অভিনয় করা যে ছবিগুলি দর্শকরা কখনও ভুলতে পারবেন না তার মধ্যে আছে, পেইং গেস্ট, বেগানা ইত্যাদি। ডুয়েট সে থাক? কার সঙ্গে গান করেননি কিশোর?

সামসাদ বেগম, লতা মঙ্গেশকর, সুমন কল্যাণপুর এবং সুলক্ষণা পণ্ডিত। 'দূর কা রাহি'তে সুলক্ষণার সঙ্গে তাঁর "বেকারার দিল তু গায়ে যা"-র কথা ভাবলেই তো আজও গায়ে কাঁটা দেয়, এত জীবন্ত।

কিশোরের একটা বিশ্বাস ছিল। উনি মনে করতেন ফিল্ম আসলে মানুষকে তৃপ্তি দেওয়ার জন্য। সুতরাং হাসিতে খুশিতেই ফিল্মের মর্মবাণী পৌঁছে দেওয়া উচিত। মোহন সায়গল পরিচালিত কিশোরের ছবি "নিউ দিল্লি"-তে বক্তব্য এভাবেই পৌঁছোনোর চেষ্টা করা হয়েছে। জাতিয় সংহতির মৌলভাবনা এই ছবিটিতে রয়েছে। নায়িকা দক্ষিণের মেয়ে বৈজয়ন্তীমালা। নায়ক পঞ্জাবের। ভূমিকাটিতে অভিনয় করেছিলেন কিশোর স্বয়ং। কিশোরের ইচ্ছে ছিল যে তিনি তাঁর জন্মস্থান খান্ডোয়ায় ফিরে খামার করবেন। সে ইচ্ছে অপূর্ণ রইল। আরও দুঃখের, তাঁর মৃত্যুদিনটি হল তাঁর দাদা, বন্ধু এবং তাঁর জীবনের পথিকৃৎ অশোকুমারের জন্মদিনেই।

আগামীকাল তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

এই সংবাদ পি টি আই ইউ এন আই-এর।

কলকাতায় স্টাফ রিপোর্টার জানান: মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এদিন বিশিষ্ট শিল্পী কিশোরকুমারের অকালমৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এদিন রাতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি মর্মাহত।

সত্যজিৎ রায় বলেন: কিশোরকুমারের মৃত্যু সংবাদ শুনে আমি মর্মাহত। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ওঁর মতো দরাজ গলা, ওইরকম বাচনভঙ্গি আর কারও হবে বলে মনে হয় না। আমার দুটি ছবি 'চারুলতা' ও 'ঘরে বাইরে'-তে আমি ওঁকে ব্যবহার করেছি।

শুধু শিল্পী ছাড়াও ওঁর সঙ্গে আমার একটি আত্মীয়তা ছিল। ও আমাকে 'মামা' বলে ডাকত। আসলে রুমা গুহঠাকুরতার আমি মামা হই। সেই হিসাবে ও যখন রুমা-কে বিয়ে করে, তখন থেকেই 'মামা' বলে ডাকত আমাকে। সেদিক থেকেও ও ছিল আমার খুব কাছের লোক। বড় ভালো ছেলে কিশোর। ওর মৃত্যু এক অপূরণীয় ক্ষতি।

রুমা গুহঠাকুরতা: কাগজের অফিস থেকে টেলিফোনেই কিশোরকুমারের মৃত্যুসংবাদ প্রথম শোনেন তাঁর প্রথমা স্ত্রী রুমা গুহঠাকুরতা। তখনও সেকথা বিশ্বাস করতে পারেননি। তারপর রেডিওতে শুনে এক নিকটাত্মীয় যখন ওই দুঃসংবাদ জানান তখন সন্দেহের কোনও অবকাশ ছিল না যে, কিশোরকুমার আর নেই। মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ কলকাতায় রুমা দেবীর বাড়িতে গেলে তাঁর স্বামী অরূপ গুহঠাকুরতা একথা জানিয়ে বলেন, কয়েকদিন ধরেই রুমা দেবী জ্বরে ভুগছিলেন। এই খবর শুনে তিনি আরও অসুস্থ বোধ করতে পারেন। তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। তিনি কারও সঙ্গে দেখা করছেন না। খবর পেয়ে যাঁরা ফোন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবী।

ছেলে অমিতকুমার এখন আমেরিকায়। কয়েকদিন আগেই তিনি বিদেশ যান। অরূপবাবু বলেন, তাঁরা খবর পেয়েছেন এদিন রাতেই অমিত সেখান থেকে বোম্বাই রওনা হচ্ছেন। রুমা গুহঠাকুরতা বোম্বাইয়ে কিশোরকুমারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে যাবেন কিনা তা এখনও ঠিক হয়নি।

সঙ্গীত পরিচালক সলিল চৌধুরী বলেন, শুধু ফিল্মে নয়, কিশোরকুমারের মৃত্যুতে সঙ্গীত জগতের এক বিরাট ক্ষতি হল। ৩০ বছর আগে সলিলবাবুর সুর দেওয়া নৌকরি বইতে কিশোরকুমার গান গেয়েছিলেন। সলিলবাবু বলেন, তাঁর সুর দেওয়া শেষ যে হিন্দি ফিল্মে কিশোরকুমার গান গেয়েছেন তা হল মেরে আপনে। সলিলবাবু মন্তব্য করেন, কিশোরকুমার ছিলেন জাত-অভিনেতা। এই ক্ষতি পূরণ হবার নয়।

সুলেখা ভৌমিকের সংযোজন: সঙ্গীতের জগৎ থেকে আরও একটি উজ্জ্বল তারকা খসে গেল চিরতরে। গায়ক কিশোরকুমার কোন ঘরানার অথবা কোন জাতের শিল্পী ছিলেন সে বিচার এখন অর্থহীন। ঈশ্বর তাঁকে এমন একটি উদাত্ত কণ্ঠ দিয়েছিলেন যার দৌলতে তিনি গোটা ভারতবর্ষের আপামর জনগণকে মোহিত করতে পারতেন। শুধু ভারতবর্ষ নয়, ভারতের বাইরেও কিশোরকণ্ঠের অনুরাগীর সংখ্যা অজস্র। সেই কণ্ঠ আজ থেকে চিরতরে থেমে গেল। '৮০-তে মহম্মদ রফির মৃত্যুর পর হিন্দি ছবির সঙ্গীত জগৎ ভরসা করে ছিল কিশোরকুমারের উপর। এখন তার সামনে সান্ত্বনাহীন শোক আর অন্তহীন হাহাকার। কিশোরকুমার প্রতিভাবান শুধু এইটুকু বললেই সব বলা হয় না। অভিনয়, সঙ্গীত, পরিচালনা, ছবির জন্য গল্প লেখা, নাচতে জানা সব কিছু মিলিয়ে কিশোরকুমার ছিলেন এক ব্যতিক্রম প্রতিভা, হয়তো বা বিরলও। আবার মানুষ হিসাবেও তিনি ছিলেন অফুরন্ত প্রাণশক্তির নমুনা। তাঁকে কেউ কখনও কোন অবস্থাতেই গোমড়া মুখে দেখেননি। কিশোরকুমারের প্রথম যখন হার্ট অ্যাটাক হয় তখন তাঁকে দেখতে যে সব বন্ধু-বান্ধবরা তাঁর কাছে গিয়েছিলেন তাঁদের কুশল প্রশ্নের জবাবে কিশোরকুমার বলেছিলেন, 'ভাগ্যিস হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল তাই জানতে পারলাম আমার হার্ট আছে। নইলে তো জানাই হোত না।' এই রকমই মজার মানুষ ছিলেন কিশোরকুমার। তিনি যখন যেখানে থাকতেন সেখানকার পরিবেশকে তাঁর নিজস্ব ক্ষমতায় তিনি জমিয়ে রাখতে পারতেন। হিন্দি ছবিতে তাঁর গানের সংখ্যা অজস্র। এই অজস্রের তালিকা থেকে অল্প পরিমাণ গানই কেবল বাদ যাবে যা জনপ্রিয় হয়নি। কিশোরের সব চেয়ে বড় গুণ, সব ধরনের গানই তিনি গাইতে পারতেন। 'বোম চিকা চিক' থেকে আরম্ভ করে 'জিন্দেগি এক সফর' আবার 'বিপিনবাবুর কারণ সুধা' থেকে 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' রবীন্দ্রসঙ্গীতও। আধুনিক বাংলাগানেও তাঁর সমকক্ষ ইদানিং কেউ ছিলেন না। আজ ভাবলে অবিশ্বাস্য মনে হবে যে, অন্যান্য শিল্পীদের মতো ওস্তাদের কাছে তালিম নিয়ে তিনি গান শিখতে আরম্ভ করেননি। সুর সরস্বতী স্বয়ং এসে তাঁর কণ্ঠে ভর করেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই যে কোন গান একবার শুনে তিনি হুবহু তুলে নিতে পারতেন। শুধু গান নয়, যে কোন লোকের কথা বলার ভঙ্গি, তাঁর চাল-চলন, মুদ্রাদোষ সমস্তই তিনি নিখুঁতভাবে নকল করতে পারতেন। প্রয়োজনে নিজের কণ্ঠস্বরও বদলে দিতে পারতেন। তিনি একাধিকবার টেলিফোনে অন্য রকম গলা করে বলে দিতেন, 'কিশোর সাব ঘরপে নেহি হ্যায়।' গত ফেব্রুয়ারিতে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ফিল্ম সিটিতে। তাঁর নিজের পরিচালনায় 'মমতা কী ছাঁও মে' ছবির শ্যুটিং চলছিল। সেই শটের শিল্পী ছিলেন রাজেশ খান্না, রাজ বব্বর, হাঙ্গল ও মানিক দত্ত। কিন্তু রাজ বব্বর দেরি করে আসায় গোটা ইউনিটকে অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। অথচ কোথাও কোন টেনশন নেই। কিশোরকুমার যথারীতি মজা করে যাচ্ছিলেন। আমার ইচ্ছে ছিল ওঁর একটা বড় সাক্ষাৎকার নেব। কিশোরের ছেলে অমিতকুমার আমাকে তাঁর বাবার কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি সব শুনে বললেন, 'আইসেন, আইসেন, কাইল বাড়িতে বইসা লঙ্ ইন্টারভিউ দিমু।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আপনি বাঙাল ভাষাও জানেন নাকি?

কিশোরকুমার জবাব দিলেন, 'হ হ, জানি মশয়, সব জানি।'

সেই ইন্টারভিউ তারপরের দিন অবশ্য পুরোটা হতে পারেনি। খানিকক্ষণ কথা বলার পরই তিনি উধাও হলেন এবং তাঁকে আর গোটা বাড়িতে খুঁজে পেলুম না। পরে জানলাম, তিনি রেকর্ডিং-এ চলে গেছেন। পরের দিন আবার পায়চারি করতে করতে মিনিট তিনেক কথা এবং যথারীতি আবার উধাও। তবে বলেছিলেন, পরের বার নির্ঘাৎ একঘণ্টা বসবো। ওঁর বাড়ির উঠোনে দীর্ঘ একটি আমগাছের সঙ্গে একটা দোলনা বাঁধা আছে। আমাকে একবার বলেছিলেন ওই দোলনায় বসে ইন্টারভিউ করতে। আমি বললাম, 'অসম্ভব, পড়ে যাবো।' কিশোরকুমার হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'পড়তে এত ভয়? উপরে উঠতে হলে এই ভয় থাকা ঠিক নয়।'

কথা শেষ করেই তিনি ছুটে গেলেন তাঁর কুকুরকে আদর করতে। আমি বললাম, 'আপনি সব চেয়ে ভয় পান কিসে?'

কিশোরের উত্তর 'এখন ভয় পাচ্ছি প্রেসকে। বছরের শেষে ভয় পাই ইনকাম ট্যাক্সওয়ালাকে।'

এরপর নিজেই নাচতে নাচতে গাল ফুলিয়ে নানা রকম শব্দ করতে লাগলেন।

কিশোরকুমার বহু ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। কিন্তু নিজে সব সময় অন্য রকম ছবি বানাবার চেষ্টা করতেন। তাঁর 'দূর গগন কী ছাঁওমে' কিংবা আরও দু' একটি ছবি সত্যি অন্য রকম ছিল। আজ এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, উনি কথা প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন, 'বিশ্রাম? সে তো আছেই। যেদিন শেষ চোখ বুঁজব সেইদিনই রিয়েল রেস্ট।'

আজ উনি অনন্ত বিশ্রামের শয্যায় চোখ বুঁজে আছেন। আমাদের শোক অথবা কান্না ওঁকে আর জাগাতে পারবে না। এমন কি ওঁর রেখে যাওয়া অজস্র গান আমরা শুনবো, কিশোরকুমার আর কোনদিন শুনতে পারবেন না।

Oct 14 '87